NOV. 2 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৩

ফরিদপুর ঃ বায়তুল মোকাদ্দেস ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীরা যে কক্ষে ক্লাস করছে সেই কক্ষেরই ছাদের ইট-সুরকি ঝরে পড়ছে। ফলে যেকোন মুহূর্তে বিপদ হতে পারে —সংবাদ

শিক্ষকরা দীর্ঘদিন বেতন না পাওরায় মানবেতর জীবনযাপন করছেন

ফরিদপুর বায়তুল মোকাদ্দেস ইনস্টিটিউট ভবনটি যেকোন মুহূর্তে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা ॥ পরিকল্পনা পর্ষদ নীরব

ইউসুফ রেজা মন্টু, ফরিদপুর থেকে ঃ শহরের বায়তুল মোকাদ্দেস ট্রাস্টের পরিকল্পনা পর্ষদের অবহেলা ও অদূরদর্শিতার ফলে বায়তুল মোকাদ্দেস ইনস্টিটিউটের ২৩ জন শিক্ষক মানবেতর জীবনযাপন করছেন। দু'শাখায় বিভক্ত ওই ইনস্টিটিউটের শিশু শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত কেজি শাখা। এতে শিক্ষক রয়েছেন ৮ জন। অন্যদিকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত হাই শাখা। এতে শিক্ষক রয়েছেন ১৫ জন। ছাত্রছাত্রী সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। শহরের বায়তুল মোকাদ্দেস ট্রাস্টের সম্পদ হিসেবে রয়েছে বায়তুল মোকাদ্দেস মার্কেট। ট্রাস্টের আয়ের প্রধান সহায়ক হিসেবে মার্কেটে রয়েছে ১শ ৬টি দোকান। যার মাসিক আয় আসে ৫৩ হাজার টাকা। এত আয় থাকতেও বায়তুল মোকাদ্দেস ইনস্টিটিউটে চাকরিরত শিক্ষকদের বেতন দেয়া হচ্ছে খুবই কম। এছাড়া বিশেষ করে কেজি শাখার শিক্ষকদের প্রচুর মাসিক বেতন বকেয়া রয়েছে। যাওবা দেয়া হচ্ছে তাও বেতনের ৪০ থেকে ৬০ ভাগ মাত্র।

এ ব্যাপারে ট্রাস্টের সভাপতি জেলা প্রশাসককে বহুবার অনুরোধ করা হয়েছে। এমনকি সাবেক দু'জেলা প্রশাসক ট্রাস্টের সভাপতি হিসেবে শিক্ষকদের বকেয়া বেতন পরিশোধসহ প্রতিমাসে পূর্ণ বেতন প্রদানের নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও বায়তুল মোকাদ্দেস ট্রাস্টের পরিচালকবৃন্দ তাতে কর্ণপাত করেননি।

ট্রাস্টের কতিপয় সদস্যদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, বায়তুল মোকাদ্দেস ট্রাস্টের জনৈক কর্মকর্তা কারো কথা শুনতে নারাজ। তিনি যা করবেন তাই হবে। তার একগুঁয়েমির ফলে শিক্ষকরা তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

শহরের পূর্ব খাবাসপুর মহল্লার জনৈক নুরুদ্দীন শরীফ কর্তৃক দানকৃত জমিতে ১৯৬৫ সালে তৎকালীন ফরিদপুর জেলা জামাতে ইসলামীর আলাউদ্দিন আহমেদ নিজের প্রচেষ্টায় ঘর তুলে আদর্শ ইসলামি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৯ সালে আলাউদ্দীন আহমেদের ইন্তেকালের ফলে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব আসে বায়তুল মোকাদ্দেস ট্রাস্টের ওপর। ফলে ১৯৮২ সালে স্কুলটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বায়তুল মোকাদ্দেস ইনস্টিটিউট। শুরু হয় স্কুলটি পরিচালনা নিয়ে টালবাহানা।

এদিকে ১৯৬৫ সালে নির্মিত স্কুলের মূল ভবনটির জীর্ণদশা হলেও তা সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেই বর্তমান পরিচালনা কমিটির। ফলে দু'তিনশ ছাত্রছাত্রী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে ওই পুরনো ভবনেই। অথচ প্রায়ই ছাদের প্লাস্টার ঝরে পড়ছে ছাত্রছাত্রীদের মাথায়। এভাবে চলতে থাকলে যে, কোন সময়ে বড় ধরনের কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এছাড়া স্কুলের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য কয়েক লাখ টাকা বিদেশী অনুদান পাওয়া গেলেও তা দিয়ে দ্বিতল ভবনই দাঁড় করানো হয়েছে। এর না হয়েছে প্লাস্টার না হয়েছে জানালার গ্রিল স্থাপন। ফলে যেকোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। অথচ বায়তুল মোকাদ্দেস মার্কেট থেকে মাসিক এত টাকা আয় সত্ত্বেও অজ্ঞাতকারণে নতুন ভবনের কাজ সম্পন্ন এবং পুরনো ভবন সংস্কার করার কোন তাগিদ স্কুল পরিচালনা কমিটির নেই। ফলে এক ব্যক্তির খবরদারিতে চালিত স্কুল তথা স্কুলের ২৬ জন শিক্ষকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে তাদের মাসিক বেতন মাসের পর মাস বকেয়া রেখে।